মৃত্যুপুরী যুক্তরাষ্ট্র, ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ১৯৭০ জনের প্রাণহানি

মহামারী করোনাভাইরাসে বিধ্বস্ত যুক্তরাষ্ট্র। প্রথমে অবহেলা করায় এখন পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে দেশটি।

দিন দিন অবস্থার আরও অবনতি হচ্ছে। ক্রমাগত বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান জানানো আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ডওমিটারের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন ১ হাজার ৯৭০ জন, যা এখন পর্যন্ত একদিনে বিশ্বের কোনো দেশে সর্বোচ্চ মৃত্যু।

এ নিয়ে দেশটিতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৮৪১ জন। এর মধ্যে শুধু নিউইয়র্কেই মারা গেছে ৫ হাজার ৪৮৯ জন।

এদিকে আক্রান্তের সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়ে গেছে সবাইকেই। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৪ লাখ ৩৩৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ৩৩ হাজার ৩৩১ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২১ হাজার ৬৭৪ জন।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ৩ লাখ ৬৫ হাজার ৮২০ জন আক্রান্ত রয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩ লাখ ৫৬ হাজার ৬৫১ জন চিকিৎসাধীন, যাদের অবস্থা স্থিতিশীল। বাকি ৯ হাজার ১৬৯ জনের অবস্থা গুরুতর, যাদের অধিকাংশই আইসিইউতে রয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা নিউইয়র্কে। সেখানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৩১ জনসহ এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৫ হাজার ৪৮৯ জন। এবং গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ হাজার ৪৬৮ জনসহ আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৪২ হাজার ৩৮৪ জন। এ ছাড়া নগরীতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথমবারের মতো ১৮ বছর বয়সের নিচে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তার শরীরে অন্য আরও রোগ ছিল।

দেশটির শীর্ষ সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অ্যান্টনি ফসি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, দেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা এক লাখ বা তারও বেশি হতে পারে। এর পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও একই

কথা বলেছেন। এদিকে চীন থেকে জরুরি মেডিকেল সরঞ্জাম পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্রে।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব তিন মাস ছাড়িয়েছে। এখনও নিয়ন্ত্রণের লক্ষণ খুব একটা দৃশ্যমান নয়। করোনায় বিপর্যস্ত সারাবিশ্ব। গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বজুড়ে ৭ হাজার ৩৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা এ যাবৎ বিশ্বজুড়ে একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড। এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮২ হাজার ২৫ জন।

এ ছাড়া বিশ্বজুড়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ৮৪ হাজার ৫৫৪ জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত হয়েছে ১৪ লাখ ৩০ হাজার ৫৯০ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে ৩ লাখ ১ হাজার ৯৪০ জন।

ভাইরাসটি চীন থেকে ছড়ালেও বর্তমানে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৪ লাখ ৩৩৫ জন আক্রান্ত হয়েছে। আর মৃত্যু হয়েছে ১২ হাজার ৮৪১ জনের। ইতালিতে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৫৮৬ জন আক্রান্ত, বিপরীতে মারা গেছে ১৭ হাজার ১২৭ জন। এখন পর্যন্ত করোনায় সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ইতালিতে এবং আক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রে।

এ ছাড়া স্পেনে এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৪১ হাজার ৯৪২ জন আক্রান্ত, আর ১৪ হাজার ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। জার্মানিতে ১ লাখ ৭ হাজার ৬৬৩ জন আক্রান্ত, ২ হাজার ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। চীনে আক্রান্ত ৮১ হাজার ৮০২, মারা গেছে ৩ হাজার ৩৩৩ জন। ফ্রান্সে আক্রান্ত ১ লাখ ৯ হাজার ৬৯, মারা গেছে ১০ হাজার ৩২৮ জন। ইরানে আক্রান্ত ৬২ হাজার ৫৮৯, মারা গেছে ৩ হাজার ৮৭২ জন। যুক্তরাজ্যে আক্রান্ত ৫৫ হাজার ২৪২, মারা গেছে ৬ হাজার ১৫৯ জন। বেলজিয়ামে আক্রান্ত ২২ হাজার ১৯৪, মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ৩৫ জনের। নেদারল্যান্ডসে আক্রান্ত ১৯ হাজার ৫৮০, মারা গেছে ২ হাজার ১০১ জন।

এ ছাড়া ভারতে এ ভাইরাসে এখন পর্যন্ত ৫ হাজার ৩১১ জন আক্রান্ত হয়েছে। আর প্রাণ গেছে ১৫০ জনের। পাকিস্তানে এ পর্যন্ত ৪ হাজার ৩৫ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং ৫৭ জন মারা গেছে। বাংলাদেশে এ ভাইরাসে এখন পর্যন্ত ১৬৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং প্রাণ গেছে ১৭ জনের।

এ রোগের কোনো উপসর্গ যেমন জ্বর, গলাব্যথা, শুকনো কাশি, শ্বাসকষ্ট, শ্বাসকষ্টের সঙ্গে কাশি দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। জনবহুল স্থানে চলাফেরার সময় মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

বাড়িঘর পরিষ্কার রাখতে হবে। বাইরে থেকে ঘরে ফিরে এবং খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে।

সুত্র-যুগান্তর

যুক্তরাষ্ট্রে ১ দিনে আরও ১৩৪৩ মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৩০৫৭৬

যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মিছিল বেড়েই চলেছে। প্রতিদিন বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যুর সংখ্যা গিয়ে ঠেকেছে প্রায় ১১ হাজারে।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১৩৪৩ জন। নতুনভাবে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজার ৫৭৬ জন। মোট মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১০ হাজার ৯৮৬ ও ৩ লাখ ৬৮ হাজার। খবর সিএনএন’র।

দেশটির শুধু একটি রাজ্য বাদে সব রাজ্যেই এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তবে শীর্ষে আছে নিউ ইয়র্ক। নিউইয়র্ক ছাড়াও বর্তমানে লুইজিয়ানা করোনা ভাইরাস সংক্রমণের অন্যতম নতুন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে প্রায় ৫শ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে ১৩ হাজারেরও বেশি। বৃহস্পতিবারের মধ্যে এ অঙ্গরাজ্য ভেন্টিলেটর সঙ্কটে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা জানিয়েছেন গভর্নর।

এছাড়া পেনসিলভেনিয়া, কলোরাডো ও ওয়াশিংটন ডিসি শহরেও করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে।

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা এখন প্রায় সাড়ে ১৩ লাখ। আর মোট মৃত্যু পৌনে ১ লাখ।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

৪০ কোটি ভারতীয়র শরীরে করোনা সংক্রমণের পূর্বাভাস; জানুন সত্য তথ্য

ভারতের বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমে সম্প্রতি খবর হয়েছিল, ভারতে বিরাট প্রভাব ফেলবে করোনাভাইরাস। এসব প্রতিবেদনে দাবি করা হচ্ছিল, ৪০ কোটি ভারতীয়ের শরীরে ঢুকবে এই ভাইরাস। সেন্টার ফর ডিজিজ ডায়নামিকস, ইকোনোমিকস অ্যান্ড পলিসি (সিডিডিইপি) জন হপকিন্স-এর একটি রিপোর্টকেই উদ্ধৃত করে খবরটি প্রকাশ করা হয়।

নিজেদের অফিসিয়াল ট্যুইটারে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, সেই রিপোর্টে যে লোগো ব্যবহার করা হয়েছে তা অথোরাইজড নয়। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ট্যুইটের পরই একটি সংবাদমাধ্যম তাদের প্রকাশিত খবরটি তুলে নেয়। পরবর্তীতে আর একটি ট্যুইটে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে লেখা হয়, জন হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা এবং প্রিন্সটনের গবেষকরা সিডিডিইপি রিপোর্ট মিলিয়ে নতুন এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে।

একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুইটে আরও লেখা হয়েছে, লেখকদের তত্ত্বে দায়ও সম্পূর্ণ ভাবে তাদেরই। এর সঙ্গে সিডিডিইপি, জন হপকিন্স বা প্রিন্সটনের কোনও সম্পর্ক নেই।
মার্চের শেষের দিকে আর একটি ট্যুইট করা হয় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে। সেই ট্যুইটে এক ব্যবহারকারীকে লেখা হচ্ছে, এই কাজটি সম্পূর্ণ ভাবে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছে। সেখানে

একটি আনঅফিসিয়াল লোগো ছিল। সেই লোগো এখন ঠিক করে দেওয়া জরুরি।

যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব কোনও বক্তব্য নেই বলা হচ্ছে, তাও কেন লোগো ব্যবহৃত হয়েছে- এমন প্রশ্নের উত্তরে বিশ্ববিদ্যালয় বলেছে, এই মতগুলি ছিল লেখকদের, গবেষকদের। তাদের দেওয়া এই তত্ত্বের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও যোগসাজশ নেই। আর তাছাড়াও রিপোর্টটি এই মুহূর্তে আপডেটও করে দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ গবেষকদের প্রকাশিত তত্ত্বের কোনও দায় নিতে চাইছে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলি।

সূত্র: এই সময়

করোনাভাইরাস: সৌদির ৯ শহরে ২৪ ঘণ্টার কারফিউ

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে সৌদি আরবের রাজধানীসহ ৯ শহরে ২৪ ঘণ্টা কারফিউ জারি করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

স্থানীয় সময় আজ মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত এসব অঞ্চল থেকে বের হওয়া বা প্রবেশ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

যেসব শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে- রিয়াদ, তাবুক, দাম্মাম, দাহরান, হুফুফ, জেদ্দা, তায়েফ, কাতিফ ও খোবারে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লে. কর্নেল তালাল আল শালহুব জানান, যে কোনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সেলিব্রেটিও কারফিউর আওতাধীন। তাদেরও কারফিউ থেকে বাদ দেয়া হয়নি। তাই কোনো বিখ্যাত সেলিব্রেটি কারফিউ আইন অমান্য করলে তাদের অবশ্যই আইনের আওতায় আনা হবে।

তিনি সবাইকে সতর্ক করে বলেন, কারফিউ অমান্য করলে পাবলিক প্রসিকিউশন হিসেবে প্রথমে ১০ হাজার রিয়াল জরিমানা, কারফিউর মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যক্রমের ছবি তোলা বা ভিডিও করা হলে ৫ বছরের জেল এবং ৩০ লাখ রিয়াল জরিমানা করা হবে।

তবে একান্ত জরুরি চিকিৎসাসেবা, খাদ্যদ্রব্য কেনাকাটা ও ব্যাংকিং সেবার জন্য যার যার নির্দিষ্ট বসতি এলাকার ভেতরে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিতভাবে (সকাল ৬টা থেকে বিকাল ৩টার মধ্যে) বের হওয়া যাবে। শুধু প্রাপ্তবয়স্করা বের হতে পারবেন।

বাইরে যেতে হলে প্রতি গাড়িতে চালকসহ আরেকজন অর্থাৎ মাত্র দুজন থাকতে পারবে।

শুধু মুদি দোকান (গ্রোসারি শপ/তামউইনাত), ফার্মেসি, ফিলিং স্টেশন, ব্যাংক, গ্যাস স্টেশন, সার্ভিস অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স প্রতিষ্ঠান, প্লাম্বিং- ইলেক্ট্রিক- এসি টেকনিশিয়ানের কাজে নিয়োজিত, পানি পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত কোম্পানি ছাড়া সব প্রকার ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকবে।

একইভাবে ইতিপূর্বে যাদের কাজের স্বার্থে কারফিউর আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল, তারা এসব এলাকায় অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিতভাবে চলাফেরা করতে পারবেন। এ নির্দেশনা জনস্বার্থ বিবেচনায় জারি করা হয়েছে।

এদিকে সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ড. মুহাম্মদ আল আবদালি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় (৬ এপ্রিল বিকাল ৪টা পর্যন্ত) নতুন করে আরও ১৩৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। করোনাভাইরাস এক হাজার ৯৩৪ জনের দেহে সক্রিয় রয়েছে। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২৫২৩ জন। এই পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৩৮ জনের। সুস্থ হয়েছেন ৫৫১ জন।

সুত্র-যুগান্তর

করোনায় আক্রান্ত চিকিৎসকের আত্মহত্যা

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ফরাসি লিগ ওয়ানের ক্লাব রেইমসের চিকিৎসক বের্নাদ গঞ্জালেস আত্মহত্যা করেছেন। রোববার বিকালে তিনি আত্মহত্যা করেন বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম ডেইলি স্টার।

আত্মহত্যার আগে গঞ্জালেস একটি নোটও রেখে গেছেন। যেখানে তিনি কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হওয়ার কথা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তার স্ত্রীও করোনায় আক্রান্ত বলে নোটে উল্লেখ করেছেন গঞ্জালেস।

রেইমসের মেয়র আর্নাউদ রোবিনেত জানান, তিনি ৬০ বছর বয়সী গঞ্জালেসের আত্মহত্যার খবর শুনেছেন। যিনি ক্লাবের হয়ে গত ২০ বছর ধরে কাজ করেছেন।

তিনি বলেন, ডা. গঞ্জালেস একটি নোট রেখে গেছেন, যেখানে জানিয়েছেন উনি কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত।

প্রসঙ্গত করোনাভাইরাস মহামারীতে অচল গোটা বিশ্ব। হু হু করে বাড়ছে আক্রান্ত রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা। বিশ্বের অন্তত ১৩১ দেশে চলছে লকডাউন।

থেমে নেই মৃত্যুর মিছিল, প্রতি মুহুর্তেই বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। করোনায় প্রাণহানি ও অসুস্থদের পরিসংখ্যান রাখা প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ডওমিটারের তথ্যানুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত গোটা বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৩ লাখ ৪৬ হাজার ৫৬৬ জন।

মারা গেছেন ৭৪ হাজার ৬৯৭ জন। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ইউরোপ ও আমেরিকায়। বেশিরভাগ মৃত্যু হয়েছে এ দুই মহাদেশে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি ও স্পেনে প্রতিদিন মৃত্যুর নতুন রেকর্ড হচ্ছে।

সুত্র-যুগান্তর

আতিফের সুমধুর আজানে ভক্তদের চোখে পানি (ভিডিওসহ)

চলতি সময়ে অধিকাংশ মানুষের ওপর বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসের প্রভাব পড়ছে। এখন পর্যন্ত ৭৪ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এই ভাইরাসে। আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ লাখ ৪৭ হাজারের মতো।

এই কঠিন সময়ে এক অভূতপূর্ব সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন পাকিস্তানি সঙ্গীতশিল্পী আতিফ আসলাম। নিজে আজান দিয়ে তা রেকর্ড করে ইনস্টাগ্রামে আপলোড করেছেন তিনি।

সঙ্গে উর্দুভাষায় সাবটাইটেলও দিয়েছেন এই শিল্পী। তার আজানের সৌন্দর্য অস্বীকার করার যেমন উপায় নেই, তেমন সামাজিকমাধ্যমেও তা ঝড় তুলেছে।

ভক্তরা জানিয়েছেন, আতিফের কণ্ঠে আজান শুনে তাদের চোখে পানি এসে গেছে। অস্থিরতা অনুভব করেছেন।-খবর ডন

আজান শুনে মুগ্ধ হয়ে সেই অনুভূতি জানিয়েছেন ভক্তরা। বাজগা নাঈম নামের একজন বলেন, মানুষকে অভিভূত করতে আতিফ কখনো ব্যর্থ হননি। তার এই আজানের ধ্বনি আমার অন্তরে গিয়ে লেগেছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে নিরাপদ রাখুন।

টুইটারে ড্রিম গার্ল নামে একজন লিখেছেন, আতিফ আসলাম সুমধুর কণ্ঠে আজান দিয়েছেন, যাতে আমি কান্না ধরে রাখতে পারিনি। তার আজান আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।

আর সাঈদ রাফি নামের একজন বলেন, আতিফের প্রতিটি গান আমি শুনেছি। কিন্তু আজানের মতো এমন মধুর কণ্ঠ তার কোনো গানে আমি শুনিনি।

করোনাভাইরাস মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকেই সামাজিকমাধ্যমে সরব হতে দেখা গেছে এই বলিউড শিল্পীকে। এই কঠিন সময়ে তিনি মানুষকে দান করতেও উৎসাহিত করছেন।

https://youtu.be/qcHGssAECkA?t=27

সুত্র-যুগান্তর

করোনা: আমেরিকায় ডাক্তারসহ আরও ৮ বাংলাদেশির মৃত্যু

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্ত হয়ে সোমবার আরও ৮ বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে নিউইয়র্কে সাত পুরুষ ও মিশিগানে একজন নারী মারা গেছেন।

প্রাণঘাতী করোনায় এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৮৬ বাংলাদেশি প্রাণ হারালেন। তাদের মধ্যে নিউইয়র্কে ৮১ জন, নিউজার্সিতে চার ও মিশিগানে একজন।

জানা গেছে, নর্থ ব্রঙ্কস সেন্টাল হাসপাতালে সোমবার সকালে মারা যান ব্রঙ্কসের বাসিন্দা মুক্তিযোদ্ধা ডা. ইফতেখার উদ্দিন কাঞ্চন। ৬৭ বছরের এই চিকিৎসক ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি স্বাস্থ্য বিভাগের মহামারী রোগ বিশেষজ্ঞ।

এদিকে এই মহামারীর সঙ্গে লড়াই করে এদিন ভোরে এলমহাস্ট্র হাসপাতালে মারা যান বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আজাদ বাকের।

জেএফকে টার্মিনাল ৫-এর এয়ারওয়ে কর্মরত জ্যামাইকার বাসিন্দা মোহাম্মদ আজাদুর রহমান মারা গেছেন জ্যামাইকা হাসপাতালে। আজাদুরের বড় ভাই ম্যানহাটনের মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে আইসিইউতে রয়েছেন।

দুপুরে মারা যান ব্রঙ্কসের বাসিন্দা কুষ্টিয়া জেলা সমিতির উপদেষ্টা আফতাব উদ্দিন (৭১)। ভোরে ওজন পার্কে মারা যান ৭৭ বছর বয়সী বাবুল মিয়া।

ব্রুকলিনে মারা যান বেগমগঞ্জ ওয়েল অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক। ষাটোর্ধ্ব আবুল ফাররাহও মারা গেছেন ব্রুকলিনে।

এদিন দুপুরে মিশিগানের হ্যামট্রামিক সিটিতে করোনায় আক্রান্ত এক প্রবীণ বাংলাদেশি নারী (৭৩) মারা যান।

নিউইয়র্কে করোনায় আক্রান্ত বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি সংকটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন চিকিৎসকও রয়েছেন।

প্রসঙ্গত করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রে গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে ১ হাজার ২৫৫ জন। এ নিয়ে দেশটিতে মোট মারা গেছে ১০ হাজার ৮৭১ জন।

প্রথমে পাত্তা না দিলেও এখন পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে দেশটি। দিন দিন অবস্থার অবনতি হচ্ছে। ক্রমাগত বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। এখন পর্যন্ত শুধু নিউইয়র্কে মারা গেছে ৪ হাজার ৭৫৮ জন।

আক্রান্তের সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়ে গেছে সবাইকেই। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লাখ ৬৭ হাজার ৪ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ৩০ হাজার ৩৩১ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে ১৯ হাজার ৬৭১ জন।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ৩ লাখ ৩৬ হাজার ৪৬২ জন আক্রান্ত রয়েছে। তাদের মধ্যে ৩ লাখ ২৭ হাজার ৫৮৩ জন চিকিৎসাধীন, যাদের অবস্থা স্থিতিশীল। বাকি ৮ হাজার ৮৭৯ জনের অবস্থা গুরুতর, যাদের অধিকাংশই আইসিইউতে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা নিউইয়র্কে। সেখানে এ পর্যন্ত মারা গেছে ৪ হাজার ৭৫৮ জন এবং আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ৩১ হাজার ৯১৬ জন।

সুত্র-যুগান্তর

এক মাসে ৪০০ কোটি মাস্ক বিক্রি করেছে চীন

প্রাণঘাতি করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় গত এক মাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ৪০০ কোটি পিস মাস্ক বিক্রি করেছে চীন।

দেশটির শুল্ক দফতরের কর্মকর্তা জিন হাই রোববার জানান, এ পর্যন্ত ৩৮৬ কোটি মাস্ক, ৩ কোটি ৭৫ লাখ সুরক্ষা পোশাক, ১৬ হাজার ভেন্টিলেটর এবং ২৮ লাখের বেশি করোনাভাইরাসের টেস্টিং কিট রফতানি করেছেন তারা। মোট ১৪০ কোটি ডলা চিকিৎসাসামগ্রী রফতানি হয়েছে।

তবে নেদারল্যান্ডস, ফিলিপাইন, ক্রোয়েশিয়া, তুরস্ক ও স্পেন তাদের নিম্নমানের চিকিৎসাসামগ্রী নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

মানসম্পন্ন না হওয়ায় নেদারল্যান্ডস সরকার গত সপ্তাহে চীন থেকে পাঠানো ১৩ লাখ মাস্কের মধ্যে ছয় লাখ ফিরিয়ে দিয়েছে।

করোনাভাইরাসে প্রথম আক্রমণের শিকার হয় চীন। প্রায় আড়াই মাসের লড়াই শেষে ভাইরাসটিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে দেশটি। চীন এখন বিশ্বের কাছে ‘করোনা মোকাবেলায় মডেল’। করোনার উৎসস্থল চীনের হুবেই প্রদেশে গত তিন দিনে নতুন করে কেউ আক্রান্ত হয়নি।

পর্যাপ্ত ভাইরাস শনাক্তকরণ কিট, মাস্ক, ভেন্টিলেটর, সুরক্ষামূলক পোশাক এবং চিকিৎসকদের একাগ্র প্রচেষ্টায় পুরোপুরি সফল তারা।

চীনই এখন বিশ্বের অন্যান্য দেশের আদর্শ ও একমাত্র ভরসার পাত্রে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জাম চেয়ে চীনের দ্বারস্থ হচ্ছে করোনা আক্রান্ত দেশগুলো। তাদের আবেদনে সাড়াও দিচ্ছে চীন।

মেডিকেল সরঞ্জামের পাশাপাশি করোনা বিশেষজ্ঞদের পাঠিয়েও সহায়তার হাত প্রশস্ত করছে বেইজিং।

সুত্র-যুগান্তর

করোনাভাইরাস: সিঙ্গাপুরে একদিনে ২৬ বাংলাদেশি শনাক্ত

অন্যান্য দেশের মতো সিঙ্গাপুরেও বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা। গত এক সপ্তাহে দেশটিতে বেশ কয়েকজন রোগীকে শনাক্ত করা হয়। এর মধ্যে একদিনেই শনাক্ত হয়েছেন ৭৫ জন, যাদের মধ্যে ২৬ জনই বাংলাদেশি। গতকাল রোববার দেশটির বিভিন্ন ডরমেটরি থেকে তাদের শনাক্ত করা হয়।

দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার এই দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৭৮ জন বাংলাদেশি আক্রান্ত হলেন। আক্রান্ত ব্যক্তিরা অধিকাংশই সিঙ্গাপুরের অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত বিভিন্ন ডরমেটরিগুলোতে অবস্থান করছিলেন।

সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশিদের অবস্থানরত ডরমেটরিগুলোতেই মূলত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। পাঙ্গুলের ডরমেটরিতে নতুন করে ১৭, তোগুন রোডের ওয়েস্টীট ডরমেটরিতে ১৮ জন, তোহ গুনে চারজন, এমআরটি কনস্ট্রাকশন সাইটে তিনজন, সোনাইডাঙ্গা লজে চারজন, ক্যাপেল শিপইয়ার্ডে ছয়জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে।

বাঙালি অধ্যুষিত মোস্তফা সেন্টারে নতুন করে চারজনসহ সর্বমোট ১৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন। দেশটির বেশ কয়েকটি এলাকার ডরমেটরিগুলোয় মঙ্গলবারের পরিবর্তে গতকাল রোববার রাত থেকেই লকডাউন কর্মসূচি পালন করছে।

ডরমেটরিগুলোতে পরিস্থিতি বিবেচনায় জরুরি অবস্থা জারি করে ১৯

হাজার ৮০০ অভিবাসীকে বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিতে পাঠিয়েছে সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষ।

টাস্কফোর্স সূত্রে খবর পাওয়া গেছে, করোনাভাইরাস প্রতিরোধের জন্য কর্মীদের জন্য খাবার, মাস্ক, থার্মোমিটার এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ স্বাস্থ্যসেবা অব্যাহত থাকবে।

উদ্ভুত পরিস্থিতে দেশটির সরকার সারা দেশে এক মাসের লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামীকাল থেকে এটি কার্যকর হবে। জরুরি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বাদে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্প কলকারখানা, কনস্ট্রাকশন সাইটগুলো বন্ধ থাকবে।

অভিবাসীদের থাকার ডরমেটরিগুলোতে করোনার বিস্তার রোধের জন্য সিঙ্গাপুরের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একসঙ্গে কাজ করছে।

সিঙ্গাপুরে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মোট ১ হাজার ৩০৯। মারা গেছেন ছয়জন। আর সুস্থ হয়েছেন ৩২০ জন।

সুত্র-আমাদের সময়

করোনায় নিউইয়র্কে সাবেক এমপিসহ ৭৮ বাংলাদেশির মৃত্যু

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং সাবেক এমপি সিরাজুল ইসলাম (৭৭) করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৪ এপ্রিল শনিবার নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। বেশ কদিন এলমহার্স্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রবীণ এই নেতা। এ নিয়ে নিউইয়র্ক অঞ্চলে কমপক্ষে ৭৮ বাংলাদেশির মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেল গত ১৪ মার্চ থেকে।

হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়, একইদিন সন্ধ্যায় কুইন্স হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন তাহমিনা ইসলাম খান তমা (৩০)। জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলা সদরের বাসিন্দা তাহমিনা ২০১৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর অভিবাসী ভিসায় নিউইয়র্কে এসেছিলেন।

এদিকে, ৫ এপ্রিল নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স এবং ব্রুকলীনে কামাল আহমেদ (৬৬), রাফায়েল (৪৫), বাবুল (৬০), আতাউর রহমান (৫৬) নামক ৩ বাংলাদেশির মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছেন স্বজনেরা।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন